Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা সুলতানা

রোলঃ 227020835

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সানজিদা সুলতানা

রোলঃ 227020835

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নারীবাদ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সানজিদা সুলতানা, আইডিঃ 227020835 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নারীবাদ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

সানজিদা সুলতানা

আইডিঃ 227020835

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

নারীবাদের সংজ্ঞা 2

নারীবাদের উৎপত্তি....................3

নারীবাদীদের কার্যকলাপ....................6

নারী ও পুরুষ কী সমান?....................7

বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের অবস্থা....................8

ইসলামে নারীদের অধিকার....................9

‘নারীবাদ’ ঈমান ভঙ্গের কারণ.................... 14

নারীবাদীদের প্রোপাগাণ্ডা 16

নারীবাদীদের দিয়ে এন জিও দের ষড়যন্ত্র 17

নারীবাদী ও মিডিয়া আগ্রাসন 18

নারী ক্ষমতায়ন 19

নারীবাদীদের ইসলাম বিদ্বেষ 20

'পর্দা' একটি ইবাদাত ও আল্লাহর আদেশ.................... 20

নারীবাদীদের ছোবলে পুরুষের অসহায়ত্ব.................... 21

নারীবাদের আগ্রাসন পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা 23

দ্বীনদার ফেমিনিস্ট.................... 23

নারীবাদ নারীদের জন্যেই ক্ষতিকর.................... 24

নারীবাদীদের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন 26

মুসলিম নারী হিসেবে আমাদের অবস্থান কী রূপ হওয়া উচিত.................... 27

শেষ কথা.................... 29

তথ্যসূত্র 30

بسم الله الرحمن الرحيم

"পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে"

ভূমিকা

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থঃ হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাক এবং আত্নীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।(আন নিসাঃ আয়াত নং ১)

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। নর ও নারীর মাধ্যমে এ জাতিকে পূর্ণতা দান করেছেন। এবং উভয়কেই মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করেছেন কাউকে কোন অংশে খাটো করেননি। দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রেও সমতা বজায় রেখেছেন। জগতের ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখার স্বার্থে দৈহিক গঠন, শারীরিক সামর্থ্য ও মানসিক পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্যরেখে নারীর উপর অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। আবার অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রেও তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। বরং যথাযথ অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আজকের নারী সমাজ তা অনুধাবন করতে পারছে না। পাশ্চাত্যের ক্রমাগত ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচার ও মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে একদিকে তারা ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, অপর দিকে নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকার নামে পাশ্চাত্যের লাগামহীন জীবন। আর তার ভয়াবহ রুপই হলো নারীবাদ।নারীবাদের ভয়াল থাবা আমাদের উম্মাহর নারীদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

নারীবাদের সংজ্ঞা

নারীবাদ হল সামাজিক -রাজনৈতিক আন্দোলন এবং মতাদর্শের একটি পরিসর যার লক্ষ্য লিঙ্গের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমতাকে সংজ্ঞায়িত করা এবং প্রতিষ্ঠা করা । নারীবাদ এই অবস্থানে রয়েছে যে আধুনিক সমাজগুলি পুরুষতান্ত্রিক — তারা পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাধিকার দেয় — এবং এই সমাজে মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হয়। এটি পরিবর্তন করার প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে জেন্ডার স্টেরিওটাইপের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং মহিলাদের জন্য শিক্ষাগত, পেশাদার এবং আন্তঃব্যক্তিক সুযোগ এবং ফলাফলের উন্নতি করা।

নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীমুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একই সঙ্গে তার প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।নারীবাদীদের মতে তারা যেন পুরুষদের মতই সবক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় সে লক্ষ্য কাজ করছে।তাদের কথা হল," **আমি নারী,আমি সব পারি" ।**আদৌ কি তা সত্য? নারীবাদীদের এই চিন্তা কতটা যুক্তিযুক্ত তা আমরা জানতে পারবো ইন শা আল্লাহ।

নারীবাদের উৎপত্তি

বিশ্বে নারী আন্দোলনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। সরকারিভাবে নারী আন্দোলনের সূচনা হিসেবে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ, বিশেষ করে ফরাসি বিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু নারীবাদী প্রবন্ধ ও রচনা পাওয়া গেলেও ফরাসি বিপ্লবকেই (১৭৮৯) নারীবাদী আন্দোলনের সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী সেখানকার মহিলাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। নিজেদের পারিবারিক জীবনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টিকে তাঁরা আন্দোলনের সামগ্রিক 'স্বাধীনতা'র স্লোগানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মহিলারা শুধুমাত্র রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তাই নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা পিতৃতন্ত্রের অবসান ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরব হন।

ফরাসি বিপ্লব ১৭৯১ সালের নতুন সংবিধানে পুরুষদের সীমিত ভোটাধিকার স্বীকার করা হল, কিন্তু মহিলাদের বঞ্চিত করা হল। এ ছাড়া নবগঠিত ফরাসি সংসদে 'পুরুষদের অধিকারের ঘোষণাপত্র' (Declaration of the Rights of Man) গৃহীত হল। এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ফরাসি মহিলারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। সরকার কড়া হাতে এই আন্দোলনকে দমন করে। প্রসঙ্গত, মাদাম গুৎজ নামক এক মহিলা বিপ্লবী দাবি করেন, নারীদের যদি ফাঁসিতে যাওয়ার অধিকার থাকে, তাহলে তাদের সংসদে যাওয়ার অধিকার থাকবে না কেন? এই প্রতিবাদের পরিণতিতে মাদামকে সংসদের পরিবর্তে ফাঁসি কাঠেই যেতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভলতেয়ার, রুশো, দিদেরো, মন্তেস্কু প্রমুখ এই সময়ের বিখ্যাত দার্শনিকদের দর্শন ও রচনায় নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। নারীকে তাঁরা ভাবাবেগের আধার হিসেবে, মাতা, কন্যা, স্ত্রী-র সার্থক ভূমিকা পালনকারী হিসাবে দেখেছেন, কিন্তু তারাও যে পুরুষের মতো যুক্তিবাদী চিন্তা করতে সক্ষম, তাদেরও যে যুক্তিবাদী মনন আছে, একথা এইসব দার্শনিক মনে করতেন না। এই প্রেক্ষাপটে মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট (Mary Wollstonecraft) নামক এক ফরাসি মহিলা Vindication of the Rights of Women' (1792) নামে যে গ্রন্থটি রচনা করেন, সমসাময়িক তথা উত্তরকালের নারীবাদীদের তা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুত এই গ্রন্থটির মধ্য দিয়েই উদারপন্থী নারীবাদের সূত্রপাত ঘটে।

ফরাসি দেশের নারীবাদী আন্দোলনের ঢেউ ক্রমশ ইউরোপের অন্যান্য দেশে পৌঁছে যায়। ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডের নারীরা বেশ কিছু দাবির ভিত্তিতে 'চার্টার অব ডিম্যান্ডস' পেশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। এরই পাশাপাশি বিশ্বের আর এক ধনতান্ত্রিক দেশ আমেরিকাতে নারীদের

বৈপ্লবিক ভূমিকার এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রকাশ ঘটে।১৮৫৭ সালের ৮ মার্চের ধর্মঘটে। **১৯১০** সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে **১৭**টি দেশের একশত নারী প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং বিশ্ববরেণ্য নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে উদ্যাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত নারী সংগঠনগুলি এই দাবিকে সমর্থন জানায়। অবশেষে **১৯১৪** সাল থেকে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সর্বত্র শ্রমজীবী নারী আন্দোলনের প্রকাশ ঘটতে থাকে। বিশের দশকে নারীদের আইনগত অধিকার দাবি করে অনেক নারীবাদী লেখিকার লেখনী গর্জে উঠেছিল। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভার্জিনিয়া উলফ্, সুজান সায়লেন্টস প্রমুখ।

প্রথম পর্বের নারীবাদী আন্দোলনগুলির, ঐতিহাসিক গুরুত্বকে অস্বীকার না করেও বর্তমান দিনের কোনো কোনো নারীবাদী ওই পর্বের আন্দোলনগুলির কিছু সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের মতে ওইসব আন্দোলনের প্রত্যেকটি ছিল ইস্যু-ভিত্তিক এবং সীমিত প্রকৃতির। কখনও নারী-পুরুষের সম-মজুরির দাবিতে, কখনও নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে, কখনও নিরাপদে গর্ভপাতের দাবিতে, কখনও বা বিবাহ-বিচ্ছেদকে আইনসঙ্গত করার দাবিতে ওইসব আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। বর্তমানের নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, একটি বা কয়েকটি বিশেষ দাবি মিটে গেলেই নারী নির্যাতন বা লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান ঘটবে না। এরজন্য দরকার প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, নারীর প্রকৃতি সম্পর্কিত সাবেকি ধ্যানধারণার পরিবর্তন, প্রচলিত লিঙ্গভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন। এই ধরনের মৌলিক পরিবর্তনকে লক্ষ্য রেখে বিশ শতকের ৬০-এর দশক থেকে নারী আন্দোলন এক নতুন মোড় নেয়।

নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মধ্যে একটি অংশ আবার সমকামিতাকে সমর্থন করেছেন। বলা হয়েছে, নারীর সঙ্গে নারীর মানসিক ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যকে খর্ব করা যেতে পারে। অ্যাড্রিয়েন রিচ (Adrien Rich) Sta Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence (1980) ডি (Adrien Rido) তার মেয়ে বলেছেন, অসমকাম হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক বাধ্যতামুলক যৌনতা, যা প্রতিটি মেয়ে কখনোই মানতে বাধ্য নয়। অন্যদিকে সমকামী মেয়েদের অস্বাভাবিকবা অসুস্থ বলে প্রচার করার মধ্যে আছে পিতৃতন্ত্রের একধরনের কৌশল।

নারী আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে, ১৯৯০ এর দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলনের তৃতীয় পর্ব বা ঢেউ (Third wave of Feminism) শুরু হয়। নারীবাদের দ্বিতীয় পর্ব নারীর অধিকার ও লিঙ্গজনিত সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। তাই নারীবাদের তৃতীয় পর্ব বা ঢেউ গড়ে ওঠে। এই তৃতীয় পর্বকে অনেক সময় উত্তর-নারীবাদ (Post feminism) বলেও চিহ্নিত করা হয়।

নারীবাদীদের কার্যকলাপ

নারীবাদীরা কার্যকলাপ ক্রমশ বাড়ছে। নারীবাদীরা বিভিন্ন সময় আন্দোলনের মাধ্যমে নারী অধিকারের প্রচারণা চালিয়েছে , যার মধ্যে ভোটের অধিকার , সরকারী অফিসের জন্য দৌঁড়ানো , কাজ করা , সমান বেতন উপার্জন , নিজের সম্পত্তি , শিক্ষা গ্রহণ , চুক্তিতে প্রবেশ করা , সমান অধিকার রয়েছে। বিবাহের মধ্যে , এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি । নারীবাদীরা গর্ভনিরোধ , আইনি গর্ভপাত এবং সামাজিক সংহতি নিশ্চিত করার জন্যও কাজ করেছে ; এবং নারী ও মেয়েদের যৌন নিপীড়ন , যৌন হয়রানি এবং গার্হস্থ্য সহিংসতা থেকে রক্ষা করা । নারীর পোশাকের মান পরিবর্তন, পোশাকের স্বাধীনতা এবং নারীদের জন্য গ্রহণযোগ্য শারীরিক কার্যকলাপও নারীবাদী আন্দোলনের অংশ।
তাদের এ সকল কার্যকলাপ সবই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। কুরআন ও হাদীস বিরোধী।
অনেক পণ্ডিত নারীবাদী প্রচারাভিযানকে নারীর অধিকারের জন্য প্রধান ঐতিহাসিক সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান শক্তি বলে মনে করেন , বিশেষ করে পশ্চিমে , যেখানে তারা প্রায় সর্বজনীনভাবে নারীর ভোটাধিকার , লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষা , মহিলাদের জন্য প্রজনন অধিকার (গর্ভনিরোধক অ্যাক্সেস সহ) অর্জনের জন্য কৃতিত্বপূর্ণ। এবং গর্ভপাত এবং চুক্তিতে প্রবেশ করার অধিকার এবং নিজস্ব সম্পত্তি। যদিও নারীবাদী ওকালতি প্রধানত নারীর অধিকারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং করা হয়েছে, কেউ কেউ এর লক্ষ্যের মধ্যে পুরুষের মুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যুক্তি দেয় , কারণ তারা বিশ্বাস করে যে পুরুষরাও ঐতিহ্যগত লিঙ্গ ভূমিকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । নারীবাদী তত্ত্ব , যা নারীবাদী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত, নারীর সামাজিক ভূমিকা এবং জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকৃতি বোঝার লক্ষ্য। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা লিঙ্গ সম্পর্কিত সমস্যাগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতে বিভিন্ন শাখায় তত্ত্ব তৈরি করেছেন।

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রতিনিধিত্বকারী অসংখ্য নারীবাদী আন্দোলন এবং মতাদর্শ বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠেছে। নারীবাদীদের কার্যকলাপে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে সমকামীতা,ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ।পুরুষ থেকে নারীতে রুপান্তরিত ব্যাক্তিকেও তারা নারী বলে সম্বোধন করে সব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে।

নারী ও পুরুষ কী সমান?

নারী ও পুরুষ কখনো সমান হতে পারে না। তারা একে অপরের পরিপূরক।তারা হল একে অপরের সহযোগী প্রতিযোগী নয়।পুরুষ ও নারী জাতির মধ্যে সৃষ্টিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

নারীর শরীর অম্লধর্মী কিন্তু পুরুষের শরীর ক্ষারধর্মী, নারীর শরীর চুম্বকধর্মী কিন্তু পুরুষের বিদ্যুৎধর্মী। নারীর শরীর স্থিতিশীল ও রক্ষণশীল কিন্তু পুরুষের শরীর গতিশীল ও সৃজনশীল।

সাধারণত: পুরুষের দৈহিক গড় ওজন ১৪০ পাউন্ড এবং নারীর

দৈহিক ওজন ১২৮ পাউন্ড। পুরুষের দেহে মাংস পেশী শতকরা ৪১.৫ ভাগ, কিন্তু নারীর দেহে মাংস পেশী ৩৫ ভাগ। পুরুষের দেহের হাড়ের ওজন সাধারণত: সাত সের কিন্তু নারীর দেহের হাড়ের ওজন সোয়া পাঁচ সের। পুরুষের দেহে শতকরা ১৮ভাগ চর্বি কিন্তু নারীর দেহে ২৮ভাগ চর্বি। পুরুষের তুলনায় নারীর শরীরে জলীয় অংশ বেশি। পুরুষের মগজের ওজন গড়ে সাড়ে ৪৯ আউন্স, কিন্তু নারীর মগজের ওজন মাত্র ৪৪ আউন্স, পুরুষের মগজের সর্ব নিম্ন ওজন ৩৪ আর সর্বোচ্চ ৬৫- আউন্স। অর্থাৎ মগজের ওজনের উপরই বুদ্ধি নির্ভরশীল।
আল্লাহ তা'আলা সুরা আলে ইমরানের ৩৬ নং আয়াতে বলেন,

وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ

অর্থ: পুরুষরা তো নারীদের মত নয়।

নারী ও পুরুষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য। শরীরিক ও গঠন কাঠামো গত পার্থক্য ছাড়াও মানসিক ও স্বভাবগত দিক থেকেও নারী-পুরুষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। আর এপার্থক্য শুধু মানুষ নয় বরং ইতর প্রাণী নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। পুরুষ যেখানে সাহসী নারী সেখানে ভীরু। সাহসিকতা, শৌর্য-বীর্য, বীরত্ব ও পৌরুষে পুরুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য; আর ভীরুতা, আত্ম বিশ্বাসহীনতা, পর নির্ভশীলতা ও লজ্জা নারীর ভূষণ। পুরুষ যেখানে বেপরোয়া ও কাণ্ড জ্ঞানহীন, নারী সেখানে কর্তব্য পারায়ণ ও দায়িত্বশীল। পুরুষ যেখানে চঞ্চল ও উগ্র, নারী সেখানে শান্ত ও নমনীয়। পুরুষ জয় করে শক্তি ও পৌরুষে, নারী জয় করে রূপে ও গুনে। নারী যেখানে নিরাপত্তাহীনতায় কাতর, পুরুষ সেখানে নিরাপত্তা দাতা।আমরা মুসলমান। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তায়ালার যে সিদ্ধান্ত তার মধ্যেই আমাদের সফলতা ও কল্যাণ।

বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের অবস্থা

সভ্যতাসমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রিক, রোমান, পারস্য, মিসরীয়, চৈনিক, হিন্দু, ইহুদি ও খ্রিস্টান সমাজের চিত্র ছিল এক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন।

গ্রিক সমাজে, নারীরা এর ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুণ্ডা মনে করা হতো।

রোম সাম্রাজ্যে পরিবার প্রধান, নিজের সন্তানদের যাকে ইচ্ছা বিক্রি করে দিতে পারত দাসদাসীর মতো। কন্যা সন্তান হলে তো কোন কথাই নাই।

হিন্দু ধর্ম মতে,পিতা, স্বামী অথবা নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হওয়ার কোন অধিকারই নেই। এমনকি এক সময় স্বামীর ৩। মৃত্যের পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল না। তাকে স্বামীর সাথে একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো। ১৭০০ শতাব্দীতে আইন করে এই প্রথাকে বিলুপ্ত করা হয়।

চীনদের প্রবাদই ছিল "তোমরা স্ত্রীর কথা শোন তবে বিশ্বাস করো না"।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরাই তো নারীকে রীতিমত অভিশাপ মনে করে থাকে। কারণ নারীই না কি আদমকে বিপথগামী করেছিল। তাওরাতে বালা হয়েছে, স্ত্রী লোক মৃত্যুর চেয়ে মারত্মক। বোস্তাম নামক খ্রিস্টান বালাকে বলেন, নারী এক অনিবার্য আপদ, এক লোভনীয় আপদ, পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি, মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা। আরবদের অবস্থা তো ছিল আরো সঙ্গিন কন্যা। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়াকে তারা ভীষণ অশুভ ঘটনা বিবেচনা করত। কোন কোন গোত্র নবজাতক মেয়েকে আভিজাত্যের কলঙ্ক ভেবে এবং কেউ বা খাদ্য জোগাতে পারবে না এই আশঙ্কায় জ্যান্ত মাটিতে পুতে ফেলত। মহান আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে তাদের এহেন কর্মের নিন্দা করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

واذا بشر احدلهم بالانثى ظل وجهه مسودا وف هو كظيم .
يتولى من القوم من سوء ما بشربه ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون
- سورة الانفال -

অনুবাদঃ যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়। এবং অসহ্য মনস্থাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে রাখে। সে চিন্তা করে অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে না। তাকে মাটির নিচে পুতে ফেলবে। মেনে রেখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।

ইসলামে নারীদের অধিকার

ইসলাম নারীদের যে সম্মান দিয়েছে তা অন্য কোন ধর্মে দেওয়া হয় নি।নারীদের বলা 'রব্বাতুল বাইত'। তারা ঘরের রানী।তারা তাদের স্বামীর আনুগত্য করবে,সংসার সামলাবে।রিজিক তালাশের করার মত কঠিন দায়িত্বটাও তাদের দেয়া হয় নি।নারীদের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার নিকট অনেক বেশী। আল্লাহ তায়ালা নারীদের নামে কোরআন মাজীদের একটা সূরা নাযিল করেছেন সূরা নিসা। অথচ কোরআন মাজীদে কোন সূরার নাম সূরাতুর রিজাল নেই।পুরুষরা জামাতে নামাজ পড়ে, ঈদের সময় ঈদগাহে নামাজ পড়ে, জুমার নামাজ আদায় করে যে সওয়াবের অধিকারী হয়, নারীরা তাদের খেদমত করে উক্ত সওয়াবের অধিকারী হন। নারীরা ঘরে বসে বসে প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা স্বামীদেরকে বলবেন আর তারা আপনাদের কথা অনুযায়ী ঐ সমস্ত জিনিস নিয়ে আসবে। একটু চিন্তা করুন, ইসলাম আপনাদেরকে এত মর্যাদা দিল।

কন্যা সন্তানদের হক্ব আদায়ে ইসলামে অনেক নেকীর কথা বলা হয়েছে।

কন্যা সন্তানদের লালন পালনের সওয়াবের ব্যাপারে হাদীস শরীফে আছে-

عن عائشة رض- قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم اجر عندى غير ثمرة واحدة فاعطيتها اياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيئ فاحسن اليهن كن له سترا من النار.

متفق عليه، مشكوة(٦٢١)

অনুবাদঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক মহিলা আমার নিকট আসল এবং সঙ্গে ছিল তার দুইটি কণ্যা। মহিলাটি আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল, তখন আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি তাই তা দিয়ে দিলাম। অতপর সে এটাকে তার উভয় কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল। এবং তা থেকে নিজে কিছুই খেল না। তারপর, সে উঠে চলে গেল। এমন সময় নবী (সাঃ) প্রবেশ করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে বললাম, তখন হুজুর (সাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এই সমস্ত কণ্যাদের ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছে। এবং তাহাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছে, তবে এই কণ্যাগণ তার জন্য দোযখের আগুন থেকে অন্তরায় হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে হুজুর (সাঃ) বলেছেন-

وعن انس رض: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا و هو هكذا وضم اصابعه . (رواه

مسلم مشكوة(٤٢١ /

অর্থ: হযরত আনাস (রাঃ) বলেন হুজুর (সাঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি দুইটি কন্যা প্রাপ্তবয়স হওয়া পর্যন্ত লালন-পালনের দায়িত্ব পালন করবে। আমি ও সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এই ভাবে একত্রে থাকব। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলেয়েছেন। আরেকটি হাদীসে আছে হুজুর (সাঃ) বলেন-

عن ابن عباس رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ثلث بنات اوجب الله له الجنة فقال رجل يارسول الله او اثنتين قال او اثنتين حتى لو قالوا او واحدة لقال واحدة.
رواه في شرح السنة

مشكوة٤٢٣ /

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা অথবা এই পরিমাণ বোনের প্রতিপালন করবে অর্থাৎ তাদের আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে এবং স্নেহ করবে যে পর্যন্ত না তাদের আল্লাহপাক পর মুখাপেক্ষিতা

হতে মুক্ত করেন। তার জন্য আল্লাহপাক বেহেশত অবধারিত করবেন। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুইটির বেলায়ও কি অনুরূপ সওয়াব হবে? তিনি বললেন, দুইজনের ব্যাপারেও সেই সওয়াব পাবে। বর্ণনাকারী বলেন এমনকি যদি সাহাবীগণ একজনের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করতেন। তবে একজন সম্পর্কেও তিনি তাই বলতেন।

অন্য আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

عن ابن عباس رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له انثى فلم يادها ولم يونى ولدة عليها يعنى الذكور ادخله الله الجنة

رواه ابوداود -مشكوة٤٢٣

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন রাসূল (সাঃ) বলেন, যার একটি কণ্যা বা বোন আছে সে তাকে জীবন্ত কবর দেয়নি। এবং তাকে তুচ্ছও মনে করেনি, আর তার উপর পুত্র সন্তানকে প্রাধান্যও দেয়নি। আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

আরেকটি হাদিসে আছে-

عن سرافة بن مالک رض ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة اليك ليس لها كاسب غيرک - رواه ابن ماجة مشكوة٤٢٥ /

অর্থ: সুরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদিগকে উত্তম ছদকা সম্পর্কে অবগত করব না? তা হলো, তোমার ঐ কন্যার প্রতি সদকা করা। যাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়ে তুমি ব্যতীত তার উপার্জনকারী আর কেউ নাই।

মা হিসেবে একজন নারীর কি মর্যাদা সেটিও কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত আছে। হাদীছে এসেছে -

-عن ابي هريرة رض قال قال رجل يارسول الله من احق بحسن صحابتى قال امک قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم

من قال ابوك متفق عليه.

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করল। ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)। আমার কাছে কে সর্বাপেক্ষা অধিক সৌজন্যমূলক আচরণ পাওয়ার অধিকারী? তিনি বললেন তোমার মাতা। সে জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তার পর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। সে আবারও জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা।

অপর আরেকটি হাদিসে আছে-

عن اسماء بنت ابی بکررض قالت قدمت علی امی وهی مشركة في عهد قريش فقلت يا رسول الله ان امی قدمت علی وهي راغبة

افاصلها قال نعم صليها - متفق عليه.

অনুবাদঃ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, কুরাইশদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির সময় আমার মা মুশরিকা অবস্থায় আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মা আমার কাছে এসেছেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায় আমি কি তার সানারীবাদথে সদাচরণ করব? তিনি ' বললেন হ্যাঁ, তার সহিত সদ্ব্যবহার করো।

একজন স্ত্রী হিসেবে নারীর অনেক মর্যাদা রয়েছে।পুরুষেরা নারীদেরকে তার উপযুক্ত মোহরানা পরিশোধ করে তারপর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কেননা এটা নারীর হক্ক ও প্রয়োজন। একজন নারী তার নিজের ঘর ছেড়ে স্বামীর সাথে ঘর বাঁধে। বিনিময় তাকে দেওয়া এই উপহার। তুচ্ছ তবে তা তার জন্য কিছুটা হলেও আনন্দের। অপরদিকে, যদি অমিলের কারণে তালাক্কের মাধ্যমে দম্পতি আলাদা হয়ে যায় তাহলে সেই মোহরানার অর্থ সেই নারীর সাময়িক জীবিকা নির্বাহের খোরাক হিসেবে কাজে দেবে। মোহরানা তাই নারীর প্রাপ্য, পুরুষের জন্য মোহরানার বিধান দেওয়া হয়নি। নারীদের বিবাহের আগ পর্যন্ত যত রকমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সবকিছু পুরা করার দায়িত্ব তাদের বাবার বা বড় ভাই এর জিম্মায়। বিবাহের পর স্বামীর উপর। স্বামীর ইন্তেকালের পর বড় ছেলের উপর মৃত্যু পর্যন্ত। আবার বাবার সম্পদ থেকে ভাইয়ের অর্ধেক পাচ্ছেন, স্বামী থেকে মোহরের টাকা পাচ্ছেন। আবার স্বামীর থেকে তার কিছু সম্পদের মালিক হচ্ছেন। এগুলো আপনাদের আয়ের খাত। ব্যয়খাত কোথায়? আপনাদের সমস্ত জিম্মাদারি

অন্যের উপর। ধনী মা ও বোনেরা, খুব সতর্ক থাকবেন, আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন শুধু খাওয়া, দাওয়া আর টাকা উপার্জনের জন্য নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য

প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম নারীদের অনেক অধিকার দিয়েছে। যা অন্য কোন ধর্ম বা পশ্চিমা সভ্যতা তাদের নারীদের দেয় নি কিন্তু মুসলিম নারীরা সর্বদাই সম্মানিত ছিল।

বর্তমানে সমান অধিকারের নামে যে সকল বুলি উড়ছে তা সমান অধিকার নয় বরং নারীদের সকল অধিকার হরণ করার ষড়যন্ত্র। হাদীসে আছে, "তোমরা প্রত্যেক মানুষকে তাদের স্থানে রাখো, যে যেই মানের তাকে তার স্থানে রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ জাতিকে মহিলা জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কার ক্ষমতা আছে, পুরুষ মহিলাকে এক পাল্লায় রাখার"।

‘নারীবাদ’ ঈমান ভঙ্গের কারণ

নারী বাদ বলতে শরীয়তে কিছু নেই। এর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সবই ভ্রান্তি।তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তদের গোমরাহ বলা গেলেও কাফের বলা যায়না আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরীয়তের অকাট্য ও সুস্পষ্ট কোন বিষয়কে অস্বীকার করা, অভিযোগ করা ও বিদ্রুপ করার কারণে তাদের ঈমান চলে যাবে। বিয়ে করে থাকলে সাথে সাথে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।এবং তাওবা না করলে ইসলামী রাষ্ট্রে তাকে মুরতাদ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

সেসব বিষয় গুলোর মাঝে অন্যতম হচ্ছে-

১) সকল বিষয়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে। তাদের মাঝে কেবল লিঙ্গ ও গঠনাকৃতির ব্যবধান রয়েছে! বাকী সব ক্ষেত্রে পুরুষ যা করতে পারবে নারীরাও তাই করতে পারবে, এতে বাধা দেওয়া ধর্মান্ধতা ও মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বললে ঈমান চলে যাবে।

২) বোরকা পরিধান করা ও পর্দা প্রথা একটি সেকেলে ও মধ্যযুগীয় প্রথা। অনুরুপ নারীদের হিজাব ও পর্দার বিধানকে ব্যাঙ্গাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক ট্যান্ট/তাবু, ক্ষেত, জঙ্গী, ঝোপঝাড় ও জঙ্গল বললেও ঈমান চলে যাবে।

৩) আল্লাহ কুরআনে উত্তরাধিকার হিসেবে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পাওয়ার বিধান রেখেছেন তা বে ইনসাফ। এক্ষেত্রে কুরআন ও আল্লাহ মেয়েদের অবহেলা করেছে।।

৪) পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্ববান হবে কেন? কেনই বা নারী তার স্বামীর আনুগত্য করবে? নারীরা স্বাধীন থাকবে তাদের স্বাধীনতা থাকবে কারো কর্তৃত্ব ও আনুগত্য মেনে নারী পরাধীন থাকবেনা।

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

অর্থ: পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সুরা নিসা-৩৪
আল্লাহ আরো বলেন,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

নারীদের উপর পুরুষদের একধাপ অধিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সুরা বাকারাহ -২২৮)

৫) পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অযৌক্তিক ও অন্যায় ব্যবস্থা ও ধর্মীয় গোড়ামি বৈ কিছুইনা।

৬) দেশ পরিচালনায় নারীর নেতৃত্ব হারাম এ কথা অস্বীকার করলে।

৭)পুরুষদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একাধিক বিয়ের অধিকার দেওয়া জানা সত্ত্বেও কেউ তা অস্বীকার করলে কিংবা 'আল্লাহর এ আইন আমি মানি না', 'আল্লাহর এই আইন নারীর সাথে অন্যায়' বললে ঈমান চলে যাবে। (তবে স্বামীর একাধিক বিয়ের উপর আল্লাহর আইন মেনে নিয়ে কেউ নারীদের স্বভাব সুলভ আচরণ থেকে ঈর্ষা করা কিংবা স্বামীকে একাধিক বিয়ে না করতে অনুরোধ করা এগুলো ঈমান ভঙ্গের কারণ বলে বিবেচিত হবেনা।)

৮) পুরুষরা যেহেতু একাধিক বিয়ে করতে পারে তাহলে নারীর একাধিক বিয়ে করা ও লিভ ইন করা তার অধিকার। তাই নারীর একাধিক বিয়ের অধিকার রয়েছে। অথচ সে জানে আল্লাহ তা'আলা স্বামী থাকা অবস্থায় অন্যের সাথে বিয়ে করা হারাম ঘোষণা দিয়েছেন।

৯) কুরআনে লেনদেনের ক্ষেত্রে দুইজন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষী হিসেবে যেই তুলনা করা হয়েছে তা অস্বীকার করে সাক্ষীর ক্ষেত্রে নারী পুরুষ এক তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই এগুলো মোল্লাদের বানানো নীতি বললে ঈমান চলে যাবে। অনুরুপ আল্লাহর এই বিধানকে অযৌক্তিক ও অনৈতিক বললেও ঈমান চলে যাবে। (যদিও সব ক্ষেত্রে দু'জন নারীদের সাক্ষ্য এক পুরুষের সমান হয়না। কিন্তু উল্লেখিত ক্ষেত্রে বিষয়টি কুরআনে সুস্পষ্ট)

নারীবাদীদের প্রোপাগাণ্ডা

নারীবাদীরা নানা ভাবে তাদের প্রোপাগাণ্ডা চালায়।নারী স্বাধীনতার কথা বলে আজ আমাদের নারীরা ঘরের বাইরে গিয়ে পুরুষদের সাথে সব ক্ষেত্রে টেক্কা দিতে চায়।কিন্তু অনেক সময় নিজেদের দূর্বলতা মনে করিয়ে দিয়ে তাদের অধিকার নিয়ে প্রভাব খাটাতে চায়। ইসলাম নারীদের কোন স্বাধীনতা দেয় না, সম্পত্তির সমান ভাগ দেয় না,পর্দা কে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা, জন্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কথা বলে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে মুসলিম নারীদের বিভ্রান্ত করে আসছে।পুরুষ যে ভাবে চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম, চাকুরী করে মহিলারাও সেভাবে করতে পারবে।নারী হয়ে পুরুষের মত চলাফেরা করা,তাদের মত সুবিধা ভোগ করা, পোশাক পরা এই বিষয় গুলো সমাজে ঢালাওভাবে প্রচার করা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেমিনার আয়োজন করা,মিডিয়াকে ব্যবহার করে তারা খুব সহজেই প্রোপাগাণ্ডা চালায়।
অথচ রাসূল (সা.) বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।"

ইবনু 'আব্বাস(রা.) হতে বর্ণিত, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهت مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال

"রাসুল পুরুষদের মধ্যে নারীর বেশ ধারণকারীদেরকে এবং নারীদের মধ্যে পুরুষের বেশ ধারণকারিণীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন"।

নারীবাদীদের দিয়ে এন জিও দের ষড়যন্ত্র

নারীবাদীদের দিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এন জিও গুলো তাদের কার্যকলাপ গুলো কৌশলে সম্পাদন করে।এই এন জিও গুলো বিভিন্ন বই পুস্তকের মাধ্যমে কিংবা মাঠ পর্যায়ে কাজ করে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে আসছে।গ্রামীণ অসহায় নারী শিশুদের জন্য তারা ভালো কাজ করে এমন একটি চিত্র তারা ফুটিয়ে তোলে।আপাতদৃষ্টিতে সেটি দেখতে ভালো মনে হলেও এর পিছনে থাকে কঠিন ষড়যন্ত্র। জাতিসংঘ,ব্র্যাক ইত্যাদি নাম না জানা আরো অনেক এন জিও সুক্ষ্মভাবে আমাদের নারীদের মাথায় নারীবাদের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বিশেষ করে তাদের ষড়যন্ত্রের মিশনকে চালু রেখেছে মুসলিম নারীদের পিছনে। কারণ তারা খুব ভালোভাবে জানে যদি মুসলিম নারীদেরকে আমাদের আয়ত্তে আনতে পারি তাহলে মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করা আমাদের জন্য অতি সহজ। তাই তারা বিভিন্নভাবে অপকৌশল চালিয়ে নারীদেরকে স্বীয় ঘর থেকে বের করে নিচ্ছে চাকুরী ও টাকার প্রলোভন দেখিয়ে। যেমন- বিভিন্নরকম বীমা কোম্পাণী, ব্র্যাক সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে।

গভীর ভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় তারা মা বোনদেরকে ঘর থেকে বের করে নিচ্ছে দারিদ্র্য মোচনের বুলি উড়িয়ে, সেবার নাম দিয়ে, মূলত তাদের এই সমস্ত সেবার বুলি উড়ানোর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। কারণ মহিলারা হলেন সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত। যদি এসমস্থ মহিলাদেরকে চরিত্রহীন, নির্লজ্জ ও ইসলাম বিরোধী বানানো যায় তাহলে তার থেকে যে সমস্ত সন্তান ভূমিষ্ট হবে, তারাও তাদের মত হবে। উত্তরবঙ্গের অনেক জেলা রয়েছে যেসমস্ত জেলায় ইহুদিরা সেবার নাম দিয়ে অনেক মুসলিম মহিলা ও পুরুষদেরকে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ইহুদি বানিয়ে ছিল। ঘটনাটি প্রকাশ হওয়ার পর তাদের আবার মুসলমান বানানো হয়েছে।

নারীবাদী ও মিডিয়া আগ্রাসন

নারীবাদীরা ফিতরাতের বাইরে নারী-পুরুষ সমতার পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে একটা পর্যায়ে নারীকে স্রেফ ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে। এজন্য যেই পশ্চিমা সমাজে নারী অধিকার ও নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে এত মাতামাতি, খোদ সেখানেই নারীবাদীদের কুরুচিপূর্ণ যৌনাচার, বর্ণবাদ, পুরুষনিগ্রহ এবং ক্ষমতার বিকার সভ্যতা ও নৈতিকতার যাবতীয় মাত্রা ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী নারীবাদীদের সেইসব অব্যাহত অপকর্মের কতটুকু আপনি জানেন? নারীবাদ কি আসলেই নারী-পুরুষ সমতার কথা বলে? নাকি সমতার ছদ্মাবরণে নারীকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলাই তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য? সমাজ, রাষ্ট্র ও টিভি-মিডিয়ার সর্বত্র কীভাবে তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে ওত পেতে বসে আছে। বিভিন্ন হলিউড বলিউড

নারীবাদী অভিনেত্রীরা নারী স্বাধীনতার কথা বলে অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের সভ্রমকে অর্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দিয়েছে পুরুষদের কাছেই।' My Body, My choice 'নামক ঘৃণ্য ও অশ্লীল মতবাদ তারাই ছড়িয়ে সমাজকে কলুষিত করছে।অনেক পুরুষও নারীদের এসকল কর্মকান্ড সমর্থন করছে। বিষয়টি এমন যে শিয়াল তো মুরগীর স্বাধীনতা চাইবেই।এসকল নারীরা বিয়ে করছে আবার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে আবদ্ধ হচ্ছে।ডিভোর্স হচ্ছে।আবার বিয়ে করছে।এইভাবেই তাদের জীবন চলছে। শেষ সময়ে এসে স্বামী, সন্তানহীনজীবন যাপন করছে আর সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে পোষা কুকুরকে।

নারী ক্ষমতায়ন

নারী ক্ষমতায়নের বুলি আউড়ানো পশ্চিমা বিশ্ব।অথচ খোদ আমারেরিকা তাদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কোন নারীকে ক্ষমতা দেন নি।অথচ তারায় নাকি নারী অধিকার নিয়ে বেশি সচেষ্ট। যেই দেশটা নারী নারী আর নারীর অধিকার নিয়া বিশ্বব্যাপী এত কিছু করে তাদের দেশেই কেনো কখনো কোনো নারী সর্বোচ্চ ক্ষমতায় যেতে পারে না।

কারন তারা ঠিকই জানে হিউম্যান সাইকোলজি তথা ফিতরাতগত ভাবে ওই জাতি কখনোই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাতে পারবে না, যে জাতিকে কোনো মহিলা নেতৃত্ব দিবে।
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَارِسًا ًمَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.

অর্থ:“যে সম্প্রদায় তাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার কোনো নারীর উপর অর্পণ করে সেই সম্প্রদায় কখনোই সফল হবে না।” (সহিহ আল বুখারী, হা/৭০৯৯)

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। রাসুল(সা.) বলেন,
وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها.

অর্থ:যখন তোমাদের নেতারা তোমাদের মাঝের বদলোক হয় আর তোমাদের ধনীরা হয় কৃপণ, আর তোমাদের কর্মকর্তা হয় নারী, তখন জমিনের পেট তার পিঠের তুলনায় তোমাদের জন্য উত্তম। (অর্থাৎ জমিনের উপরে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু তোমাদের জন্য উত্তম।) সুনানে তিরমিযি,হাদীস নং ২২৬৬

নারীবাদীদের ইসলাম বিদ্বেষ

নারীবাদীরা মূলত ইসলামবিদ্বেষী মনোভাব তাদের অন্তরে লালন করে।আমাদের নারীদেরও ইসলামের সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করাতে শেখায়।যেমন: পর্দা মত ফরয ইবাদাত নিয়ে তাচ্ছিল্য করে নারীরা কেন ঘরে অবস্থান করবে? সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান,নারী কাজ শুধু সংসার সামলানো নয়।ইসলাম নারীদের ঘরে বন্দী করে রেখেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যান্য ধর্মে নারীদের অবস্থানের বিষয়ে তারা তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখায় না। বিভিন্ন মাহফিলে উলামায়ে কেরামগণ পর্দা নিয়ে কথা বললে তাদের মৌলবাদী এমন ট্যাগ দিতেও ভয় করে না। তাদের সমস্যা মূলত ইসলাম। তারা সবসময় বলে ইসলাম ধর্মে নারীদের জোর করে পর্দা করানো হয়।অথচ এটি একটি ইবাদাত।

'পর্দা' একটি ইবাদাত ও আল্লাহর আদেশ

পর্দা একটি ফরয ইবাদাত।যে ইবাদাতের কাযা আদায় করা যায় না।এই ইবাদাত নারীদের জন্য কত বড় নিয়ামত তা বলে কি আদৌ শেষ হবে? নারীবাদীরা এই ইবাদাত নিয়ে কটাক্ষ করতে ভয় করে না।তারা এই বিধান কে নারীদের জন্য বাধা মনে করে।পর্দা নামক পবিত্র ইবাদাত কে নিয়া তারা উপহাস করে। বোরকা পড়লে ভুতের মত লাগে, দেখলে ভয় লাগে এই টাইপের মন্তব্য করে।

আল্লাহ তায়ালার যত বিধান আছে সমস্ত বিধান আমাদের কল্যাণের জন্য। তাই আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসূল আমাদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন তা পালন করা আমাদের জন্য জরুরী। কারো ধোঁকায় পড়ে কোন ভাবেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিধানকে লঙ্ঘন করা যাবে না। এখন যদি আপনারা কারো শরীয়ত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে অবশ্যই উক্ত আয়াতের হুকুমের অবমাননা করা হবে।

قوله تعالى و قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سورة الأحزاب الآية٣٣

অনুবাদঃ তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর বর্বর যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।

قوله تعالى و اذا سألتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن . (٣٥سورة الأحزاب)

অনুবাদঃ তোমরা যখন তাঁর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্ত রের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।

قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك و نساء المؤمنين يدنين علهين من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين و كان الله

غفورا رحيما. سورة الأحزاب الآية٥٩

অনুবাদঃ হে নবী! আপনি আপনার পত্নী ও কন্যা এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।

উপরোক্ত তিনটা আয়াতের ভাষ্য দ্বারা অবশ্যই বোঝা যায় যে পর্দা করা আল্লাহ তায়ালার মহান নির্দেশ।

নারীবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের আরেকটি উক্তি হলো কোন মহিলাকে পর্দা করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কথা। এ সমস্ত উক্তিগুলো সম্পূর্ণ কোরআনের উক্ত আয়াতসমূহের সাথে একে বারেই সাংঘর্ষিক। এ কথা স্মরণ রাখবেন, কোরআন মাজীদের একটা আয়াতকে যদি কোন ব্যক্তি অস্বীকার করে, বা অবমাননা করে সাথে সাথে সে কাফের হবে।

নারীবাদীদের ছোবলে পুরুষের অসহায়ত্ব

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَ

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের আচ্ছাদন আর তোমরাও তোমাদের স্ত্রীদের আচ্ছাদন।"

(সুরা বাকারা, ২:১৮৭)
নারীবাদীদের করাল গ্রাসে পুরুষসমাজ আজ জর্জরিত।
অহেতুক যৌতুকের মিথ্যা মামলা দিয়ে, কাবিনের টাকার মামলা দিয়ে নির্দোষ কত সহস্র পুরুষের জীবন আর তার পরিবারকে ধ্বংস করা হয়েছে তার হিসেব নেই। নারী নির্যাতনের মতো মামলা দিয়ে পুরুষদের হেনস্তা করা হচ্ছে।সবচাইতে ভয়াবহ হচ্ছে ম্যারিটাল রেইপ যেটা নব্য ফিতনা।নিজের উপর স্বামীর যে শারীরিক অধিকার সেটা ক্ষুন্ন করছে।নিজেদের স্বাধীনতার জন্য তারা আজ নারী নির্যাতনকে ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহার করছে।অফিসে বসের হুকুম পালনে সচেষ্ট হলেও ঘরের ফেরার পর স্বামীর জন্য এক কাপ চা বানানোর কাজকে তারা অনেক বড় করে দেখছে।তারা বোঝাতে চাইছে তারাও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে পুরুষদের মতই চাকরি করছে।ঘরের কাজ তারা করতে চাইবে কেন? বিমানবালা সেজে বিমানে যাত্রীদের সেবা দেওয়ার জন্য সচেষ্ট। স্বামীর অবাধ্যতায় নিজের মত করে চলাফেরা করছে।স্বামীর আনুগত্য করছে না।স্বামীকে অভিভাবক হিসেবে অস্বীকার করছে।নিজের মত করে স্বাধীন ভাবে চলতে চাইছে।নিজেই উপার্জন করতে চাইছে।অথচ কুরআনে
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

অর্থ:পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। (সূরা নিসা আয়াত-৩৪)

আল্লাহ আরো বলেন,

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থ:নারীদের উপর পুরুষদের একধাপ অধিক শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। (সূরা বাকারাহ আয়াত ২২৮)

অনেক পুরুষ তাদের সংসার বাঁচানোর জন্য আর সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে এই আশায় স্ত্রীর অবাধ্যতা নীরবে সহ্য করে যাচ্ছে।আর কেউ প্রতিবাদ করতে গেলেই তাকে নারীবিদ্বেষী তকমা দেয়া হচ্ছে,নারী নির্যাতন মামলার ভয় দেখানো হচ্ছে।

নারীবাদের আগ্রাসন পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা

সমাজে নারীদের এমন উন্মুক্ত আচরণ পরিবারগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।ক্যারিয়ারমুখী নারীরা নিজেদের সন্তানকে দিয়ে যাচ্ছে গৃহকর্মীর কাছে।কেউবা ক্যারিয়ারের জন্য সন্তান জন্মদানে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে।স্বামীর অবাধ্যতা ও স্বামীকে সময় না দেয়ার কারণে পরিবার গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে।।সমাজের বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হচ্ছে।পরিবার গুলো ভেঙে যাচ্ছে।ইসলামী মূল্যবোধ, বিধিনিষেধের কোন তোয়াক্কা না করেই পরিবার আর সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দ্বীনদার ফেমিনিস্ট

দ্বীনদার ফেমিনিস্ট একটি নব্য ফিতনা।নারীবাদীদের জাল এত প্রকট আকার ধারণ করেছে যে অনেক দ্বীনদার নারীও এই ফাঁদে পা দিয়েছে।তাদের নতুন বানী হলো 'পর্দা করে সব করা যায়'।

পর্দা করে ব্যবসা করা, চাকরি করা,সহশিক্ষা, উচ্চশিক্ষার অর্জন করার জন্য বিদেশ যাত্রা ইত্যাদি। ব্যবসা করার ক্ষেত্রে তারা আম্মাজান খাদিজা (রা.) এর ব্যবসা কে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনে।তারা পর্দা কে ফ্যাশন হিসেবে নিয়েছে। বিভিন্ন রংবেরঙের বোরকা,নিকাব পরিধান করা। বোরকা হরেক ডিজাইন যা পর্দার মত পবিত্র ইবাদাত কে নিয়ে উপহাস করা নয় কি? বোরকা গুলো এত টাইট হয় যে শরীরের অবয়ব সম্পূর্ণ বোঝা যায়।

হাদীসে বর্ণিত আছে,

صنفان من أهل النار لم أرَهُما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مُمِيلات مَائِلات، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلة لا يَدْخُلْن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذ (وفي رواية: من مسيرة

خمسمائة عام(

দুই প্রকার জাহান্নামী মানুষ আমি (এখন পর্যন্ত) প্রত্যক্ষ করি নি (অর্থাৎ, আমার পরে তাদের আবির্ভাব ঘটবে):- এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে। আর পোশাক পরিহিত উলঙ্গ নারী (অর্থাৎ নারীরা এমন নগ্ন ও পাতলা পোশাক পরবে যে, বাস্তবে উলঙ্গ থাকবে), (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে। (ফ্যাশন ও স্টাইল করার নিমিত্তে) তাদের মাথা (চুলের গোছা) হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মতো! এ ধরনের নারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং

জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত এত দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে (অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তা ৫০০ বছরের দুরুত্ব থেকে পাওয়া যায়)।সহীহ মুসলিম- ২১২৮; শরহু মুসলিম, নববী- ১৭/১৯১; মাজমুউল ফাতাওয়া- ১৪৬/২২

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ، كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ المسجد (و في رواية الحاكم: سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى الْمَيَاثِرِ حَتَّى يَأْتُوا أَبْوَابَ مَسَاجِدِهِمْ ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ الْعَنُوهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ، كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ

অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে শেষ যামানায় একদল পুরুষের আবির্ভাব হবে, যারা (ঘোড়া বা উটের) বাহনে বসার জন্য তৈরিকৃত গদির মত (ভিন্ন যানবাহনে বসার জন্য) নরম ও রেশমের কাপড়ে তৈরি গদিতে আরোহন করবে। এমনকি তাদের ঐ যানবাহন নিয়েই তারা মসজিদে সালাত পড়তে আসবে (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে)! তাদের মেয়েরা কাপড় পরিহিত হয়েও উলঙ্গ থাকবে! (ফ্যাশন ও স্টাইল করার

নিমিত্তে) তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মতো! ওদের অভিশাপ দাও কেননা ওরা সবাই অভিশপ্ত! যদি আল্লাহ এই উম্মতের পর অন্য কোন উম্মত সৃষ্টি করতেন তাহলে এসব নারীদেরকে তাদের পরবর্তী উম্মতের খাদেমা হিসেবে নিযুক্ত করতেন যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের (বনী ইসরাইলের) নারীদেরকে (তাদের অকৃতজ্ঞতা ও নাফরমানির কারণে) তাদের পরবর্তী উম্মতের খাদেমা নিযুক্ত করা হয়েছিল!
(মুসনাদে আহমাদ- ১১/৬৫৪; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৫৭৫৩; মুস্তাদরাকে হাকেম- ৪/৪৩৬; ফতহুর রব্বানী, আহমাদ আব্দুর রহমান আল বান্না- ১৭/৩০১)

নারীবাদ নারীদের জন্যেই ক্ষতিকর

'নারীবাদ ' এই তত্ত্ব মূলত নারী হিসেবে আমাদের জন্যই ক্ষতিকর।
নারীবাদ আমাদের মনে পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব তৈরি করে।
এদের অনুকরণে আমরা স্বাধীন হতে গিয়ে উল্টা নিজের গায়রত হারিয়ে ফেলব।মুক্তা ঝিনুকেই সুন্দর।দামী জিনিস আমরা সব সময়

লুকিয়ে রাখি।আমরাই তেমন দামী আল্লাহর কাছে।আল্লাহ তা'আলায় আমাদের এ সম্মান দিয়েছে। নারীবাদীর আগ্রাসনে নারীরা আজ ক্যারিয়ারমুখী হওয়াতে বিয়ে করছে না।বেশি বয়সে বিয়ে হওয়াতে সন্তান ধারণক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে।শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে।কিংবা ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে সন্তান জন্মদানে নিরুৎসাহিত হচ্ছে।সংসারের নানা অশান্তি হচ্ছে।ডিভোর্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামের বিধান লঙ্ঘন করলে অশান্তি ও ধ্বংস অনিবার্য। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কত নারী দৈনিক ধর্ষিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও নারীকে ধর্ষণ করার। পর সাথে সাথে হত্যা করে ফেলছে। যারা চাকুরী জীবী তারাও ধর্ষণের শিকার ব্যভিচারের শিকার চাকুরী চলে যাওয়ার ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। আর যারা তাসলিমা নাসরিনের কাতারে যোগ দিয়েছে এবং পুরুষের নিজেদের বিলিন করে দিচ্ছে, এটাকে তারা গর্বের কাজ মনে করছে। এটাই কি গর্বের কাজ? নাকি নারী জাতির মান-মর্যাদাকে চিরতরে ধ্বংস করার পায়তারা।

শিক্ষিত নামে কিছু ইহুদি-খ্রিষ্টানদের দালাল তারা চায় নারীরা পর্দাহীনভাবে তাদের সাথে ২৪ঘণ্টা জীবন যাপন করুক এটাই নারীর স্বাধীনতা। আসলে কি পর্দাহীনতা নারী স্বাধীনতা? চিন্তা করুন যারা এই সমস্ত কথা বলে তারা নারীদের থেকে তাদের হীনস্বার্থ উদ্ধার করার অপচেষ্টা করছে। নারীর বেপর্দা জীবন-যাপন করুক, এসমস্ত কথা বলে অবশ্যই তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হবে, এবং হচ্ছে। যদিও তারা প্রকাশ করছেনা স্বার্থের কারণে। আখেরাতে তো হবেই। এই পুরুষ তার কামভাব পুরা করার জন্য চেষ্টা করবে তখন সে গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে। আর ঐ মহিলাকে চির কলঙ্কিত হয়ে দুনিয়াতে থাকতে হবে। অনেক সময় আত্মহত্য করেও ফেলে। এমন বহু ঘটনা আছে যা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে।

কোন নারী বেপর্দাভাবে চলবে অথচ কোন পুরুষ তার দিকে তাকাবে না। এবং ঐ নারী ফিতনার শিকার হবে না এটা অসম্ভব। আর কেউ যদি এটার বিরুদ্ধে আইন করে তাহলে সে বোকা ছাড়া আর কিছু নয়।এমন অবস্থা চলতে থাকলে সমাজে ইভ টিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে।

আলহামদুলিল্লাহ যে সমস্ত মা ও বোনেরা পর্দা করে তারা সব সময় নিরাপদ থাকে। তাদের চরিত্রের উপর কোন আঘাত আসে না। তারা সব সময় চিন্তামুক্ত থাকে। দুনিয়াতেও শান্তি আখেরাতেও শান্তি। কারণ হলো তারা আল্লাহ তায়ালার মহান হুকুম পর্দার বিধানকে পালন করে।তাই বলা যায়, 'নারীবাদ' আমাদের নারীদের জন্যেই ক্ষতিকর।

নারীবাদীদের কাছে আমার কিছু প্রশ্ন

আজ বিভিন্ন মুসলিম দেশে সাম্প্রতিক ফিলিস্তিনের কথাই বলি।সেখানে আমাদের বোনেরা ও শিশুরা নির্যাতিত, নিপীড়িত ধর্ষিত কোথায় আপনাদের নারী অধিকারের বুলি?
কোথায় নারীবাদীদের আন্দোলন?

বিভিন্ন সময়ে দেশে শিশুরা,তরুনী যুবতী নারী, গার্মেন্টস কর্মীরা,
ধর্ষিত হচ্ছে তখন কোথায় থাকে আপনাদের প্রতিবাদ?

যখন বৃদ্ধা মাকে সন্তানেরা বৃদ্ধা আশ্রমে রেখে আসে তখন কোথায় আপনাদের প্রতিবাদ?যুবতী নারীদের কর্মসংস্থান নিয়ে এত চিন্তা তাহলে বৃদ্ধ বয়সে নারীদের এই দুরঅবস্থার কারণ কি?

যখন নিজ ক্যারিয়ারের জন্য মা তার শিশুকে ছাদ থেকে ফেলে দেয় তখন কোথায় থাকে আপনাদের প্রতিবাদ? নিষ্পাপ শিশুটির কথা মাথায় আসে না? এমন নারী আন্দোলনে লাভ কি? যারা নিষ্পাপ বাচ্চাদের এমন পরিণতি দেখে মন কাঁদে না? কেমন নারী আপনারা?

নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝোপঝাড়ে, ট্র্যাংকে যে বাচ্চা বা ভ্রুণ পাওয়া যায় এটাকে কিভাবে দেখেন?
এসব আপনাদের স্বাধীনতার ফসল।এমন নারী-স্বাধীনতার দরকার আমাদের নেই।

যখন নারীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নারীদের পর্দার কথা বলা হয়,সহশিক্ষা হারাম সে কথা বলা হয়,নারীদের পোশাক নিয়ে বলা হয়,নারী পুরুষদের অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয় , তখনই আপনারা গর্ত থেকে
বেড়িয়ে আসেন।আপনারা বলেন যে,নারী স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে,ধর্মের দোহাই দিয়ে!!! নারীদের গৃহে বন্দী করা হচ্ছে!!!
এটা কী আপনাদের দ্বিচারিতা নয়????

আপনাদের মূল সমস্যা আসলে কি সেটা আমরাও জানি, আপনারাও জানেন।আপনাদের স্বীকার করার সাহস আসলে নেই।কিন্তু আমাদের আছে।আপনারা উম্মাহর নারীদের নিয়ে ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছেন।নিজেরাও অশ্লীলতা অনুসরণ করছেন,আমাদের মুসলিম নারীদেরও শিয়ালের মুখে তুলে দিতে চাইছেন। যা আমরা হতে দিব না ইন শা আল্লাহু আজীজ।

মুসলিম নারী হিসেবে আমাদের অবস্থান কী রূপ হওয়া উচিত

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

অর্থঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট তায় পতিত হয়।[আল আহ্যাবঃ আয়াত নং ৩৬]

প্রথম আল্লাহর কাছে শুকরিয়া যে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।আল্লাহর বিধান মেনে চলাটা ফরয।আল্লাহ তা' আলা আমাদের তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।আমাদের কুরআন ও হাদীসের আলোকে জীবন গঠন করতে হবে।রাসূল (সা.) বলেছেন,

قال رسول الله تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب
الله وسنة رسوله .

অনুবাদঃ আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা ওই দুই বস্তুকে মজবুত করে আকড়ে ধর, তাহলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। একটা হলো কুরআন আর দ্বিতীয়টা হলো রাসূলের সুন্নাহ।

আমাদের নারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত পাওয়াকে সহজ করেছে।হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন,

হাদীসে আছে রাসূল (সাঃ) বলেন-

عن انس رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة اذا صلت خمسا و صامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل
من اى ابواب الجنة شائت رواه ابو نعيم في الحلية.

অনুবাদঃ হযরত আনাস (রাঃ) বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, স্ত্রী লোক যদি তাহার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ পড়ে রমযান মাসের রোজা রাখে এবং নিজের লজ্জা স্থানের

হেফাযত করে ও স্বামীর অনুগত থাকে। তাহলে সে বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়া প্রবেশ করতে পারবে।

ইহুদি-খ্রিস্টানরা আমাদেরকে তাদের হাতের লাঠি বানিয়ে পুরা মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করার গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। আপনাদেরকে নিয়ে তাদের এত মাথা ব্যথা কেন? হিন্দু জাতি, বৌদ্ধ জাতি, আরো অনেক জাতি রয়েছে ওদের নারী নিয়ে তো তাদের মাথা ব্যথা নেই। বর্তমানে তারা নারী অধিকার তথাকথিত নারীবাদ নামে এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। যা মুসলিম নারীদের জন্য কাল সাপের চেয়েও মারাত্মক। অথচ আমার অসচেতন কিছু মা-বোন তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। সাবধান! তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদেরকে চির জাহান্নামী বানাবেন না। ইসলাম আপনাদেরকে আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশত বছর আগে মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। আপনাদের পরিপূর্ণ হক আদায় করেছে। যা পূর্বে বর্ণনা করা হলো। বর্তমানে ইহুদি-খ্রিস্টান ও তাদের দালালরা নারী উন্নয়ন নীতিমালার নাম দিয়ে নারী-পুরুষকে সকল কর্মক্ষেত্রে একত্র করে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় যা পশুত্বকেও হার মানাবে। প্রত্যেক স্থানে নারী পুরুষ যেনা-ব্যবিচারে লিপ্ত থাকবে। নারী তার যিন্দিগীতে শান্তির ছোঁয়া ও পাবে না। যার জ্বলন্ত প্রমাণ আমেরিকা, বৃটেন আরো অন্যান্য দেশ। আমেরিকার সন্তানদের বাপের নাম নেই, শুধু মায়ের নাম আছে। কারণ স্ত্রী তো একজনের নয়। প্রতিদিন হাজারো নারী ধর্ষিত হচ্ছে। ইজ্জত হারাচ্ছে। মেয়েরা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। পশ্চিমাদের নারী অধিকারের জালে ওদের নারীরাই দাসী হয়ে আছে।সামরিক বাহিনী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেরাই নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমরা নামাজ পড় সম্পদশালী হলে যাকাত দাও, রমযানের রোজা রাখ, সামর্থ থাকলে হজ্জ আদায় কর, এ সমস্ত বিধান ইলম বিহীন আদায় করা সম্ভব নয়। নামাজ কীভাবে পড়তে হবে? রোজা রাখার নিয়ম কী? যাকাত কীভাবে আদায় করতে হবে? হজ্জের বিধান সমূহ কীভাবে আদায় করতে হবে? এ সমস্ত বিধান পালন করার নিয়ামাবলী রয়েছে। নিয়ামাবলী জানা ছাড়া আদায় করা একেবারেই অসম্ভব। এমনিভাবে শরীয়তের প্রত্যেকটা হুকুম পালন করতে হলে তার নিয়মাবলী জানা জরুরী। মুসলিম নারী হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই দ্বীনি ইলম শিক্ষা করতে হবে। বর্তমানে আমাদের সাথে এমন হচ্ছে তার কারণ দ্বীনের জ্ঞান না থাকার কারণে। আফসোসের বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশের ইসলাম বিদ্বেষী-নামধারী কিছু মুসলমান কোরআন-হাদীসের শিক্ষাকে শিক্ষাই মনে করে না। জাগতিক শিক্ষাই জাতির উন্নয়নের জন্য একমাত্র শিক্ষা, এ কথা কখনই মেনে নেওয়া যায় না।

প্রশ্ন করবেন কেন মানা যায় না? তার জবাবে বলবো, বাস্তব শিক্ষা হলো- যে শিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চেনা যায়। মানুষের মধ্যে মনুষত্ব সৃষ্টি হয়, মানুষ তার জীবনে শান্তি ফিরে পায়। পরস্পরের কলহ বিবাদ দূর হবে। এটাই আসল শিক্ষা। কিন্তু বর্তমান যে জাগতিক শিক্ষা রয়েছে, কোরআন ও হাদিস বিহীন এই শিক্ষা মানুষের মধ্যে নাস্তি ক্যবাদীতার জন্ম দেয়। মানুষের মধ্যে থেকে মনুষ্যত্বকে দূর করে পশুত্ব সৃষ্টি করে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। কারণ যারা জাগতিক শিক্ষার যত বড় শিক্ষিত, তারাই তো তত বড় ধর্ম বিমূখ।

তবে কোরআন-হাদীস ভিত্তিক জাগতিক শিক্ষা জাতির জন্য খুবই ফলদায়ক। সুতরাং আপনারা কোরআন-হাদীস ভিত্তিক জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোন। যারা স্কুল-কলেজ বা ভার্সিটিতে লেখাপড়া করছেন আমার এ কথাগুলোর উপর ক্ষিপ্ত না হয়ে বাস্তবতা উপলদ্ধি আছে এমনে করুন। আপনারা অনেকেই স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে পড়াশুনা করছেন। অনেক মাদ্রাসায়ও পড়াশুনা করছেন। সর্বপ্রথম একটা কথা স্মরণ রাখবেন, আপনাদের জীবনকে আল্লাহর হুকুম মত পরিচালনা করার জন্য যে সমস্ত জ্ঞান-বিদ্যা প্রয়োজন ওই সমস্ত জ্ঞান-বিদ্যা অর্জন করা আপনাদের প্রত্যেকের উপর ফরয। রাসূল(সা.) বলেছেন, “দ্বীনি ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয"। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আপনারা অনেকেই এই জরুরী বিষয় থেকে একেবারে উদাসীন।
সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একেবারেই লেখাপড়া করবেন না। যে সকল প্রতিষ্ঠানে শুধু মেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয় সে সকল প্রতিষ্ঠানে পর্দার সাথে পড়ালেখা করবেন।
মনোযোগের সাথে কথাগুলো পড়ুন এবং চিন্তা করুন।জীবন হলো এক টুকরা বরফের মতো। বরফ যেমন গলে যায় জীবনটাও ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায় চোখের পলকে।

হে মুসলিম বোন এখন সিদ্ধান্ত আপনার। দুনিয়ায় মায়ায় মোহান্বিত হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিবেন? জীবনকে কী পাশ্চাত্যবাদের লেন্সে দেখতে চান? ভাবুন এখনই সময়!!!! ফিরে আসুন।জীবনকে আল্লাহর কুরআন আর রাসুলের (সা.) সুন্নাহ দিয়ে সাজান।আমাদের তো উম্মাতুল মুমিনীন খাদিজা (রা.),আয়েশা (রা.) হওয়া উচিত। আর আমরা কি হচ্ছি?

শেষ কথা

[আত তাওবাহ্‌ঃ আয়াত নং ৭১]

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।

আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি সমস্ত সৃষ্টিকূলের উপর মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। পুরুষ আর নারী। উভয় জাতিকে আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদার স্ব স্ব আসনে সমাসীন করেছেন। এবং তাদের পরিপূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করেছেন। বরং অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদেরকে বেশী অধিকার দিয়েছেন। পুরুষ ও নারী জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তায়ালা পুরুষ জাতিকে এক ধরনের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং নারী জাতিকে আরেক ধরনের দায়িত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেকেই যখন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে তখন তারা দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও সফলতা অর্জন করবে। পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে এমন একটা পরিস্থিতি বিরাজমান পুরুষ এবং নারী তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যে, অবজ্ঞা করে চলছে। ফলে সমাজে শুরু হয়েছে ফিতনা-ফাসাদ। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণ। ইসলামের প্রতি অনিহা-অনাস্থা। বলা বাহুল্য, এই নারী জাতি ইসলাম ছাড়া বাকি সকল ধর্মে নির্যাতিত, অবেহেলিত, ঘৃণিত, বোঝা ছিল। ইসলামই তাদেরকে পরিপূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। তাই নারীবাদীদের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের জীবন এভাবে বিলিয়ে দেওয়া বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।আমাদের মুসলিমদের এসব বিষয়ে সচেতন হতে হবে ও সচেতনতা তৈরি করতেও হবে।স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে,সোশ্যাল মিডিয়ায় সচেতনতা তৈরি করতে হবে।আমাদেরকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতেই হবে এই ভয় রাখতে হবে।কি জবাব দিব আল্লাহকে? আল্লাহ তা'আলা আমাদের ইজ্জতকে হেফাজত করুক।আমাদের ফিতনা থেকে হেফাজত করুক।আমিন।ইয়া রব্বাল আলামীন।

তথ্যসূত্র

১.ইসলাম ও নারী (মাওলানা কামরুল হাসান)

২. মুহস্বনাত (ইনবাত পাবলিকেশন)

৩.বিহাইন্ড ফেমিনিজম অনুবাদ
সংকলন:মারিয়াম তানহা

৪.ফেমিনিস্টদের ঈমান ভঙ্গের ১০ কারণ (শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন)

৫.ফেমিনিস্টের প্রোপাগান্ডা (বব লুইস)

৬.বিভিন্ন অনলাইন আর্টিকেল ও লেকচার।